অন্ধকারের হাতছানি

নারায়ণ দেবনাথ

মানুষ জন্ম অপরাধী নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, লোভ মানুষকে অপরাধী করে তোলে। আমাদের কাহিনীর নায়ক রজত ও এমনই অবস্থার শিকার।

মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে রজত হতভম্ব হয়ে তার প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকে।
এর মাথার আঘাত খুব বেশী রজত! তবে হাসপাতালে নেবার আগে ছোট একটা অপারেশন করলে বেঁচে যেতে পারে!
দয়া করে ওকে বাঁচান ডাক্তারবাবু! আ-আমি এতো জোরে মারবো ভাবি নি!

ডাক্তারের অপারেশনটুকুর জন্যে ছেলেটি প্রাণে বেঁচে গেলো। কিছু পরে ডাক্তার আর রজত যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো....
এই বদরাগী মেজাজের জন্যে একদিন সত্যিকার বিপদে পড়ে যাবে রজত! কি ঘটেছিলো?
আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো বলার জন্যে ও আমাকে ঠাট্টা করতো। বলতো আমার মতো গরীব ছেলের ওসব ঘোড়ারোগ! আজও টিটকিরি দিচ্ছিলো আর তাতেই আমার মাথা গরম হয়ে গেলো।

কোন কিছু আমি গ্রাহ্য করি না! আমি একজন বড় অস্ত্রচিকিৎসক হবোই ডাক্তারবাবু! আপনি শুধু অপেক্ষা করে দেখুন! কোন কিছুই বা কেউ আমাকে থামাতে পারবে না! ডাক্তারকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তাঁরা লোককে সাহায্য করেন তাদের প্রাণ বাঁচান— এই যেমন আজ বিকেলে আপনি বাঁচিয়েছেন!

কিন্তু তোমাকে তোমার সাংঘাতিক রাগ সংযত করতে হবে, রজত, এবং তোমাকে কঠিন পরিশ্রম আর অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবে তুমি যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, তুমি পারবে!
ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু! আপনি দেখবেন আমি ঠিক পারবো!

তখন থেকেই ডাক্তারবাবুর সাহায্য এবং সহযোগিতায় দশ বছর পরে এক নামজাদা মেডিকেল স্কুল থেকে থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এলো....
তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি রজত! খারাপ দিন পার হয়ে গেছে। এবার কয়েক বছর মেডিকেল কলেজে কাজ করে তুমি একজন সম্পূর্ণ ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসবে!
আপনাকে বলেছিলাম যে কোন কিছুই আমাকে থামাতে পারবে না।

কিন্তু সেই কিছুই তাকে থামালো। কলেজ অন্তরীণের মেয়াদ শেষ হবার কয়েকমাস আগেই এক বন্ধুর পাল্লায় পড়লো রজত....
চলো রজত, আজ আবার জুয়ার আড্ডায় বসা যাক।
কিন্তু এখন আমার যে বেশী টাকা নেই।

ঠিক আছে রজত! চলো তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো সে তোমাকে সহজে বেশী টাকা রোজগারের পথ বাতলে দেবে!
সত্যি, সামান্য টাকায় চলেনা! বাড়তি পয়সা পেতেই হবে।

পরদিন রাত্রে রজত তার বন্ধুর সঙ্গে জুয়ার আড্ডায় গেলো এবং সেখানে অন্ধকার জগতের কারবারী জীৎপাল কাপুরের সঙ্গে পরিচিত হলো…
আপনি হাসপাতালের ডাক্তার! আপনি তো ইচ্ছে করলে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?
পেরেছি। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে ওরা—
ঘাবড়াচ্ছো কেন? পারলেই তো মোটা টাকা!

সেই দিনই রাত্রে দেরীতে ডিউটিতে এসে….
জীৎপাল যা চেয়েছে এই সেই জিনিস! মর্ফিন, আফিম, মাদক ওষুধ! ও ঠিকই বলেছে! এই হচ্ছে টাকা পাবার সহজ রাস্তা!

মনে হলো সংজ্ঞালোপক ওষুধের তল্লাটে কারো সাড়া পেলাম, রজত! তুমি এখন এখানে কি করছো?
কিছু না, স্যার! আ আমি শুধু—

আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করোনা রজত! আমি কিছুদিন থেকে তোমার ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম। আজ আমি তোমার ওষুধ চুরি ধরে ফেলেছি! এর অর্থ হলো তোমার ডাক্তারি জীবনের শেষ— এবং জেলে বন্দীজীবন!

রজত ঐ ডাক্তারকে তার বিরুদ্ধে কিছু না বলার জন্যে অনুরোধ করলো, কিন্তু তার আবেদনে যখন কোন ফল হলো না তখন প্রচণ্ড রাগ তাকে ঘিরে ধরলো!
আপনি বেশ কিছুদিন আমার পেছনে লেগেছেন ডাক্তার মজুমদার, বুড়ো শকুনি কোথাকার! কিন্তু আমি আপনাকে আমার সব কিছু নষ্ট করতে দেবো না! কিছু বলার সুযোগই আপনি পাবেন না!
রজত, থামো! ঐ ছুরি দিয়ে তুমি কি করতে চাইছো?

একজন পুলিশ সার্জেন্ট তাঁর অসুস্থ বন্ধুর খবর জানতে এসেছিলেন, চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছোলো এবং····

অন্য কয়েদীরা রজতের কাহিনী শুনলো এবং ওদের মধ্যে শিগগিরই ওর চলতি নাম হলো ডাক্তার! একদিন----
এই যে ডাক্তার! তুমি একজন সত্যিকার চালাক ও করিৎকর্মার কাজ দেখতে চেয়েছিলে?

দেখ ও আঙুলের মাথা অপারেশন করেছে। পুরোনো চামড়া তুলে নতুন জুড়ে দিয়েছে! নেহাত আমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে তাই।— পুলিশ যাকে খুঁজছে তেমন লোকের মুখের চেহারা পালটে দিতে পারে! তুমি এই দিকটায় নজর দাও না!
একজন প্লাস্টিক সার্জন অন্ধকার জগতের জন্য কাজ করছে! হুমমম!

রজত খুব সামনে থেকে অন্যান্যদের ছেদন করা আঙুলের দাগ পরীক্ষা করতে লাগলো। তার মস্তিষ্কে একটা মতলব দানা বাঁধতে লাগলো---

এই, তোমরা দুজন! তফাৎ, আলাদা হয়ে যাও!
ঠিক আছে ডাক্তার! পরে দেখা হবে!
আসলে এরা আমার উন্নতির পথ নষ্ট করতে পারে নি! এখনো আমি একজন সফল সার্জন!
যদি এরা আমাকে সোজা রাস্তায় চলতে না দেয়—বাঁকা রাস্তাতেই আমি চলবো!

উচ্চ সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা বন্দী রজতের মনে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিলো! ছাড়া পাবার পর জেলে যাদের সংস্পর্শে এসেছিলো তাদেরই নির্দেশিত একজনের সঙ্গে দেখা করলো---
---সুতরাং ওরা আমাকে বলেছিলো আপনার সঙ্গে দেখা করলে আপনি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাই আমি এসেছি!
হ্যাঁ, ন্যাপা আমাকে জানিয়েছিলো তুমি কাজের লোক — অবশ্য পুরোপুরি ডাক্তার হবার মুখেই তুমি ধাক্কা খেয়েছো! ঠিক আছে, তোমাকে কাজে লাগবে!

আমি দুজন ছোকরাকে জানি তারা সব সময় তেতে আছে! ওরা একেবারে মরিয়া! তারা তাদের ওপর তোমাকে পরীক্ষা করতে দিতে পারে! যদি ভালো কাজ দেখাও তবে তোমাকে আরো বড় কাজ দেওয়া যাবে!

মহেন্দ্র সিং-এর অর্থ সাহায্যে রজত অন্ধকার জগতের জন্যে সব বিষয়ে ওস্তাদ ডাক্তার হিসেবে তার জীবন শুরু করলো। তার প্রথম কাজ হলো পুলিশ খুঁজছে এমন একজন লোকের প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা বদলে দেওয়া…

আরো কিছু কাজ করার পর— অস্ত্রচিকিৎসায় রজতের নিপুণ হাতের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। এবং সে কাজের জন্যে এবার বিপুল পরিমান অর্থ দেবার হুকুম করতে লাগলো…

একজন লোকের হাত থেকে সামান্য একটা বুলেট বের করতে এতো টাকা নিচ্ছেন?

তোমার নড়াচড়া করতে পারার বিনিময়ে এতো খুব কমই হলো!

তিন বছর ধরে রজত অন্ধকার জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিমান হলো, এবং খুনী আসামীদের আঙুলের রেখা আর মুখের চেহারা পালটে দেওয়ার বিপুল ফি-এর টাকায় প্রচুর বিলাসিতায় জীবন যাপন করলো। তারপর একদিন তার বাড়িতে কয়েকজন দর্শনার্থী এলো…

আবার রজত আইনের দ্বারা কোনঠাসা হওয়ায়, তার সমস্ত বছরের পুঞ্জীভূত ক্রোধ হিংস্র আক্রোশে ফেটে বেরোলো!

নজর রাখুন! ওর কিছু একটা মতলব আছে!

আর আর আমি লোহার শিকের আড়ালে ফিরে যাবো না! তার আগে আমি মরবো!
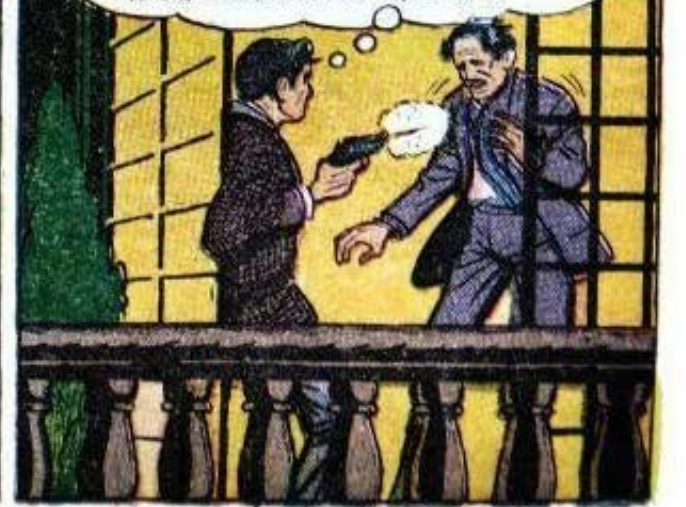
ও পালিয়ে যাচ্ছে !
আমি এখনো মুক্ত ! আমি আবার ওসব করবো !

কিন্তু রজত মুক্ত নয় ! পুলিশের প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে সে ইঁদুরের গর্তের মতো, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খুব অল্প টাকার বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হলো ! প্রকৃত পক্ষে সে এখন আইনের বদলে বে-আইন জগতের বন্দী !
পাঁচ হাজার টাকা— শুধু আঙুলের রেখা তুলতে ? তোমার মাথা খারাপ ডাক্তার ! তুমি আর আগের অবস্থায় নেই, যে ইচ্ছে মতো আমাদের দুয়ে নেবে ! আমি পঞ্চাশটি টাকা দেবো ! যদি না করো তবে একটি মাত্র খবর আমি জানাবো আর—...
না ! না ! পঞ্চাশ টাকাই নেবো !

অনবরত ছুটোছুটি, আইনের ভেতর আর বাইরের দুদিকের চাপ রজতের উপর প্রভাব বিস্তার করলো ফলে কাজ হলো অস্বাভাবিক....
হাতের মধ্যে কেমন অদ্ভুত লাগছে ডাক্তার ! তুমি নিশ্চিত যে ঠিক হয়েছে? যদি কোন গণ্ডগোল হয়, আমি তাহলে—
উদ্বিগ্ন হয়োনা ! ওসব ঠিক সেরে যাবে !
মনে হচ্ছে, আমার হাত বশে ছিলোনা। স্নায়ুতেও জোর পাই নি !

কয়েক সপ্তাহ পরে....
অপদার্থ জোচ্চোর ! তুমি আর মোটেই কাজের নও ! দেখ, আমার হাতের অবস্থা কি হয়েছে ! শক্ত ! বাঁকা ! এ আঙুল দিয়ে কিছু করতে পারবো না ! ওকে এবার ভালো করে সমঝে দাওতো হে !
দাঁড়াও ! আমি বুঝিয়ে বলছি ! আমি—

বুদ্ধুটাকে ভালো করে রগড়ে দাও ! তাহলে সার্জিক্যাল ছুরি হাতে নিয়ে আর কখনো অসাবধান হবে না !
আহ্ !

মারের আতঙ্কে রজত তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ! পকেট থেকে রিভলবার বার করে খুনের উন্মাদনায় গুলি চালাতে লাগলো !
তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, পৃথিবীর সব থেকে সেরা অস্ত্র চিকিৎসকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা চলে না !
ও খুন পাগলা হয়ে গেছে ! আহ্ !

তিনটি খুনের ধাক্কায় আর অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের প্রতিহিংসার ভয়ে রজত পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলো! শেষে মরিয়া হয়ে একদিন রাত্রে····

একের পর এক রজত তার দুষ্কার্য চালিয়ে যায় যতক্ষণ না এর অনিবার্য শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসে! একটা গহনার দোকান লুঠ আর মালিককে খুন করে পালাতে গিয়ে পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলো রজত!